যায়যায়দিন

তারিখ 28 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৫

শিক্ষার মানোন্নয়নে আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প

আবু সাঈম

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় দেশের শিক্ষার মানোন্নয়ন করবে সরকার। এ লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি দেড় হাজার কলেজ নির্বাচন করা হয়েছে। কলেজগুলোতে প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সার্বিক শিক্ষার মান বাড়ানো হবে। এর জন্য সরকার নিজস্ব অর্থে প্রায় আড়াই কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি বছরের জুলাই থেকে শুরু করে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়ন কাজ শেষ হবে।

প্রতিবছর দেশের দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির চাপ বাড়ছে। প্রাথমিক শিক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকার নিয়ন্ত্রিত। সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে। এ চাপ সামাল দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে দেশের ১ হাজার ৩৪২টি বেসরকারি কলেজে ভৌত অবকাঠামোসহ শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। এর বাইরে কলেজ পর্যায়ে আরো দেড় হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ নেই। শিক্ষার প্রসারে এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন জরুরি। তাই উপজেলা, জেলা, মেট্রোপলিটন এলাকার কলেজগুলোর শিক্ষার অপর্যাপ্ত সুযোগ নিরসনে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোর বিদ্যমান অবকাঠামোগত বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়ন, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সুষম শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা।

দেশের সব উপজেলা থেকে নির্বাচিত এসব কলেজের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ, একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার, ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান, প্রয়োজনীয় বই পত্র এবং দক্ষ শিক্ষক প্রদান করা হবে। কলেজগুলোতে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সাড়ে চার হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতিটি কলেজে ১৮৬টি করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ সরবরাহ করা হবে। এসব কলেজে বিদ্যমান যানবাহনগুলো সংস্কার করা হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা, আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি কলেজে গড়ে ৬৩২ বর্গমিটারের একটি করে ৪ থেকে ৬তলা শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির প্রবর্তন, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিসহ জাতীয় শিক্ষানীতি ও সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২০১২ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন কালের এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৩৮৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা। সম্পূর্ণ অর্থই সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়নে ২ হাজার ৭৫ কোটি টাকা ৮৬ লাখ টাকা, আসবাবপত্র ক্রয়ে ১৬০ কোটি ৮০ লাখ টাকা, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ক্রয়ে ১১৭ কোটি টাকা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাবদ ৫ কোটি ৬৩ লাখ টাকা, যানবাহন সংস্কার ও মেরামতে ৮ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

প্রকল্পটির মোট দেড় হাজার কলেজের উন্নয়নের প্রস্তাব করা হলেও পুনর্গঠিত ডিপিপিতে ১২৮৪টি কলেজের তালিকা দেয়া হয়েছে। বাকি ২১৬টি কলেজ রিজার্ভ তালিকায় রেখে এ পরিমাণ ব্যয় ডিপিপি থেকে বাদ দিয়ে প্রকল্পটি অনুমোদন দেয় একনেক।

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাকি টাকার মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৯১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫৯১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫৯১ কোটি ৯২ লাখ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাকি ৫৯১ কোটি ৯২ লাখ টাকা খরচ করা হবে। প্রকল্পে চলতি অর্থবছরের ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মেটানো হবে। পরবর্তী বছরগুলোর বরাদ্দ সরকারের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) থেকে জোগান দেয়া হবে। বিভিন্ন এলাকার সাংসদদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে কলেজগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। এতে সংসদের আসন ভিত্তিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একই কলেজ যেন বারবার প্রকল্পের সুযোগ না পায় সেদিকে নজর রাখা হয়েছে। ইতোপূর্বে যে সব কলেজের উন্নয়ন কাজ হয়েছে তা তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে।